বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
আগারগাঁও, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
ইন্সপেকশন ও মনিটরিং শাখা

নম্বর: ৩৭.০১.০০০০.০০০.১৩২.৪১.০০৪৪.২০.২৭৯

তারিখ: ২৮ আষাঢ় ১৪৩৩
১২ জুলাই ২০২৬

প্রাপক:
রেজিস্ট্রার
চিটাগং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, ১২, জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম- ৪০০০।

বিষয়: MBA in Professional Accounting শীর্ষক প্রোগ্রাম অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: ...

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ২৪(৩) ধারা মোতাবেক আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের School of Business এর অধীনে Accounting বিভাগের আওতায় MBA in Professional Accounting শীর্ষক প্রোগ্রাম নিম্নোক্ত শর্তে ০৪ (চার) বছর মেয়াদের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হলোঃ

১) MBA in Professional Accounting শীর্ষক প্রোগ্রামে ৬৬ ক্রেডিট আওয়ারস সংবলিত উক্ত প্রোগ্রামটির যেকোনো ধরণের পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে কমিশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে। কমিশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত ডিগ্রি টাইটেল-এর কোনো প্রকার পরিবর্তন করা যাবে না। প্রোগ্রামটি চিটাগং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, ১২, জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম- ৪০০০ ঠিকানাস্থ ক্যাম্পাসে পরিচালনা করতে হবে, অন্য কোন ক্যাম্পাসে পরিচালনা করা যাবে না।

২) প্রোগ্রামটি Dual Semester/Trimester ভিত্তিতে পরিচালনা করতে হবে। প্রতি সেমিস্টারে MBA in Professional Accounting শীর্ষক প্রোগ্রামে সর্বোচ্চ ৪০ (চল্লিশ) জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে। প্রোগ্রামটিতে উল্লিখিত আসন সংখ্যার অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না। কোর্সে ভর্তির সময় প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কমিশন প্রণীত ছক অনুযায়ী একটি অনন্য (ইউনিক) রেজিস্ট্রেশন (আইডি) নম্বর প্রদান করতে হবে এবং কোর্স সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত উক্ত রেজিস্ট্রেশন (আইডি) নম্বর বহাল থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সনদপত্র ও মার্কশীটে উক্ত রেজিস্ট্রেশন (আইডি) নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

৩) প্রোগ্রামটি ডিস্ট্যান্স লার্নিং পদ্ধতিতে পরিচালনা করা যাবে না।

৪) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রোগ্রামে/কোর্সে কোন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করার ক্ষেত্রে কমিশন প্রণীত নির্ধারিত ভর্তির যোগ্যতা ও নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

৫) প্রোগ্রামটি পরিচালনার জন্য কমিশনের শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। পূর্ণকালীন কোনো শিক্ষককে কোনো সেমিস্টারে ৩-৪ (তিন থেকে চার) টির বেশি কোর্স দেয়া যাবে না।যে সকল শিক্ষক প্রশাসনিক দায়িত্ব বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোন অতিরিক্ত দায়িত্ব যেমন ডিন, পরিচালক বা এরূপ দায়িত্ব পালন করবেন তাদেরকে কোনক্রমেই ৩টির বেশি কোর্স দেওয়া যাবে না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষককে খন্ডকালীন হিসেবে নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে ইউজিসি প্রণীত নীতিমালা/ নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।

৬) শিক্ষকদের ০৪ (চার) টি ধাপ (প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, অধ্যাপক) অনুসরণ করতে হবে এবং কমিশনের শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোনো শিক্ষককে নিয়োগ/ পদোন্নতি দেয়া যাবে না। এছাড়াও, **বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ধারা ৩৫(৩) অনুযায়ী প্রোগ্রামটির খন্ডকালীন শিক্ষক-সংখ্যা পূর্ণকালীন শিক্ষক-সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী হওয়া যাবে না।**

৭) বর্ণিত প্রোগ্রামে পাঠদানের জন্য বিদেশী শিক্ষক নিয়োগ করার প্রয়োজন হলে কমিশনের অনুমোদন/সুপারিশ গ্রহণপূর্বক সরকারের নির্দিষ্ট বিভাগ/দপ্তর থেকে ওয়ার্ক পারমিট সংগ্রহ করে কমিশন অফিসে জমা দিতে হবে।

৮) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

৯) লাইব্রেরিতে এই প্রোগ্রামের উপযোগী যথেষ্ট সংখ্যক রেফারেন্স বই ও জার্নাল সংগ্রহ করতে হবে এবং প্রতি বছর নতুন সংস্করণ আসলে তা লাইব্রেরিতে সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়াও ইউজিসি ডিজিটাল লাইব্রেরির (ইউডিএল) সদস্য হতে হবে (ইতোমধ্যে হয়ে থাকলে আর প্রয়োজন হবে না)।

১০) অনুমোদিত কারিকুলামটি (স্বাক্ষরিত) সংরক্ষণ করতে হবে।

১১) প্রোগ্রাম অনুমোদন পত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে প্রদর্শনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের ওয়েব পেইজে সার্বক্ষণিক প্রকাশ করতে হবে।

১২) কারিকুলামটি পত্র জারির তারিখ থেকে অনুমোদিত বলে গণ্য হবে এবং পরবর্তী ০৪ (চার) বছর মেয়াদের জন্য অনুমোদিত বলে গণ্য হবে। উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হওয়ার ০৬ (ছয়) মাস পূর্বেই কারিকুলামটি পুনরায় আপডেট করে অনুমোদনের জন্য কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

১৩) প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য কমিশনের নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় শিক্ষক সংখ্যার ঘাটতি থাকলে কমিশন উক্ত প্রোগ্রামের অনুমোদন বাতিল/স্থগীত বা আসন সংখ্যা হ্রাস করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১৪) শিক্ষার্থীদের দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক চাকুরীর বাজারের উপযোগী করে গড়ে তুলতে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। সরকারি, বেসরকারি এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে চাকুরিতে যেন গ্রাজুয়েটরা প্রবেশ করতে পারে ও চাকুরীপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েটদের হালনাগাদ প্রতিবেদন সংরক্ষণ করতে হবে এবং কমিশনে তা প্রেরণ করতে হবে।

১৫) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ৯ (৪) ধারানুযায়ী "বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত পূর্ণকালীন শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম শতকরা ছয় তন্মধ্যে শতকরা তিন ভাগ আসন মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান এবং শতকরা তিন ভাগ আসন প্রত্যন্ত অনুন্নত অঞ্চলের মেধাবী অথচ দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সুযোগ প্রদান করতে হবে। Call for Scholarship এর মাধ্যমে বিদ্যমান সেমিস্টারে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটায় কোনো আবেদন পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে প্রত্যন্ত অনুন্নত অঞ্চলের মেধাবী অথচ দরিদ্র শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি ও অন্যান্য ফি ব্যতীত অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান করে আগামী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে কমিশনকে অবহিত করতে হবে। একইভাবে উক্ত প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে প্রতিবছরই অনুশীলন করতে হবে;

১৬) প্রতিটি প্রোগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে টিচিংলোড ক্যালকুলেশনপূর্বক উপযুক্ত যোগ্যতা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পূর্ণকালী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক এবং প্রভাষক নিয়োগ প্রদান করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হারে কতজন পূর্ণকালীন শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছেন তার একটি প্রতিবেদন প্রতিবছর কমিশনে জমা দিতে হবে;

১৭) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ এর ৯(৬) ধারা এবং কমিশনের নীতিমালা অনুযায়ী মোট বাজেট হতে প্রতি বছর কমপক্ষে ২% অর্থ গবেষণা খাতে বরাদ্দপূর্বক ব্যয় করতে হবে। এ লক্ষ্যে Research Fund Management কমিটি গঠন করতে হবে। প্রতি অর্থবছরের Call for Research Project জুলাই মাসের মধ্যে প্রকল্প অনুমোদন ও টাকা ছাড় করতে হবে এবং পরবর্তী বছরের জুন মাসের মধ্যে প্রকল্প সম্পন্ন করতে হবে। প্রকল্পের অর্থ ৩ কিস্তিতে ছাড় করতে হবে। ২য় কিস্তির টাকা ছাড়ের পূর্বে ১ম পর্বের অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং ৩য় কিস্তির টাকা ছাড়ের পূর্বে ২য় পর্বের অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। ৬ষ্ট মাসে একটি সেমিনার ও ১১তম মাসে আরেকটি সেমিনার দিতে হবে। গবেষণা শেষে গবেষকের নাম, গবেষণা সহযোগীর নাম, গবেষণার শিরোনাম, বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করে কমিশনকে অবহিত করতে হবে। একইভাবে উক্ত প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে প্রতিবছরই অনুশীলন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান প্রত্যেক বিভাগকে ন্যূনতম একটি প্রকল্প দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

১৮) বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত প্রকাশনা থাকতে হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকাশনার কাজ করা হয়েছে তার একটি প্রতিবেদন প্রতিবছর কমিশনে জমা দিতে হবে;

১৯) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ৯(৪) ধারা অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, মেধাবী অথচ দরিদ্র অনুন্নত অঞ্চলের

শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য সংরক্ষণপূর্বক এই সকল শিক্ষার্থীদের টিউশন ফিসহ অন্যান্য ফি ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান করতে হবে এবং প্রতি শিক্ষা বছরের অধ্যয়নরত এইরূপ শিক্ষার্থীদের তালিকা কমিশনে দাখিল করতে হবে;

২০) শিক্ষর্থীদের টিউশন ফিসহ বিভিন্ন ফি নির্ধারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিটি গঠন জরুরী। কোন কোন ক্ষেত্রে কি পরিমাণ ফি নির্ধারণ করা হয়েছে তা কমিটির স্বাক্ষরিত একটি প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণ করতে হবে;

২১) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য মেডিকেল সেন্টার থাকতে হবে। মেডিকেল সেন্টারে কমপক্ষে **১**জন এমবিবিএস ডাক্তার এবং **১**জন নার্স থাকতে হবে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর সংখ্যা বিবেচনায় এর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

২২) উপরোক্ত শর্তাদির যে কোনটির ব্যত্যয় হলে কমিশন উক্ত সময়ের পূর্বে প্রোগ্রামটির অনুমোদন বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে,

১২-০৭-২০২৬
ড. মোঃ সুলতান মাহমূদ ভূইয়া
পরিচালক (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ)

নম্বর: ৩৭.০১.০০০০.০০০.১৩২.৪১.০০৪৪.২০.২৭৯/১ (৫)

তারিখ: ২৮ আষাঢ় ১৪৩৩ / ১২ জুলাই ২০২৬

অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। পরিচালক, ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট, কমিউনিকেশন এন্ড ট্রেনিং বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (তথ্যটি কমিশনের ওয়েবসাইটে হালনাগাদের অনুরোধসহ)।
২। একান্ত সচিব (উপসচিব), চেয়ারম্যান এর দপ্তর, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।
৩। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সদস্যের দপ্তর, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।
৪। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (পি ও), বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।
৫। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট অনুবিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

১২-০৭-২০২৬
বি. এম সোহেল রানা
সহকারী পরিচালক